



ভোটের মুখে তড়িঘড়ি তৈরি হল ৪ কমিটি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ মার্চঃ বাংলার ভোটে যে মতুয়ারা বড় ফ্যাক্টর, তা বলায় অপেক্ষা রাখেন না। ভোট এলে বিজেপি থেকে তৃণমূল, সব দল যেভাবে মতুয়াগড়ে যাতায়াত বাড়েই, তাতেই স্পষ্ট হয়ে যায় মতুয়া ভোট কারও কাছেই অবহেলার যোগ্য নয়। কিন্তু এসআইআর আবহে সেই মতুয়ারের ভোট নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর দেখা গিয়েছে, মতুয়া সম্প্রদায়ের বহু মানুষের নাম বাদ পড়েছে। ফলে তাদের ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নামগুলি বিচারধীনও রাখা হয়নি। এদিকে নির্বাচন কমিশন জানাচ্ছে, নাগরিকত্ব না থাকলে তাঁদের ভোটাধিকার দেওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠছে না। এই আবহেই তড়িঘড়ি পরপর কমিটি গঠন করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। মতুয়ারদের নাম বাদ পড়ায় চাপ বাড়ছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের উপর। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সৈকতক ও কলকাতা শান্তনু মিত্র। তারপরই নাগরিকত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগী কেন্দ্র। গত ১০ দিনের পরপর মোট ৪টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই এসএণ্ডওয়ার্ড কমিটিগুলির কাজ হবে সিএ-এ-তে আবেদনকারীদের তথ্য ও নথি খতিয়ে দেখে দ্রুত নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করা। ঘোষণা অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের এই এসএণ্ডওয়ার্ড কমিটি-র নেতৃত্বে থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের জনগণনা বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা ডেপুটি রেজিস্ট্রার জেনারেল। কমিটির সদস্য হিসেবে থাকবেন আইবি অর্থাৎ গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি পদমর্যাদার অফিসার, এফআরআর-এর মনোনীত আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গের ন্যাশনাল ইনফরমেন্টস সেন্টারের আধিকারিক, পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারি পদমর্যাদার আধিকারিক। নাগরিকত্ব প্রদানের বা আবেদন খারিজের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে এই কমিটি।

দোলের সকালেই ভবানীপুরে হাজির শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ মার্চঃ ভোটের ইটপট্ট ভবানীপুরে দোলের সকালেই জনসম্মুখে নেমে পড়লেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। গোপালপুর মূর্তি হাতে চলল পরিক্রমা। দিলেন পূজাও। সঙ্গে প্রচুর দলীয় কর্মী সমর্থক। একেবারে গোয়া বসনে চলল মিছিল। এবার এসআইআর পর্বের শুরু থেকেই ভবানীপুর নিয়ে চর্চার অন্ত নেই। ইতিমধ্যেই এই ভবানীপুর থেকে খসড়া তালিকা ও চূড়ান্ত তালিকা মিলিয়ে বাদ পড়েছে প্রায় ৬০ হাজার ভোটারের নাম। যদিও ভবানীপুর জয়ের বিষয়ে বরাবরের মতোই আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায়। একদিন আগেই বলেছেন এক ভোট হলেও ভবানীপুর থেকে জয় ছিনিয়ে আনবেন তিনি। অন্যদিকে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী পদ্ম বিদ্ভাও। মমতার ওই মন্তব্যের পরেই দোলের সকালে শুভেন্দুর মিছিল যে ভোটের আবহে অন্যমাত্রা যোগ করবে তা বলায় অপেক্ষা রাখেন না। মিছিলের শেষে ভবানীপুরে রাখা-মাধবের মন্দিরে গিয়ে পূজাও দিতে দেখা যায় শুভেন্দুকে।

শুধু বুধে নয়, আশপাশেও থাকবে সিসিটিভি, জানিয়ে দিল কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ মার্চঃ বুধে-বুধে নজর নির্বাচন কমিশন। প্রতি বুধে সিসিটিভি ওয়েবকাস্টিংয়ের ব্যবস্থা আগেই ছিল। আর এবার বুধের ভিতরে আর বাইরে সিসিটিভি বসাতে নির্দেশ ইসিআই-এর। সোমবার ভেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী জেলা শাসক ও কমিশন কর্তাদের বৈঠক করেন। সেখানেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নির্বাচন কমিশনের ব্যাখ্যা, এর ফলে বুধের ভিতরে ও বাইরে যেখানেই গভ্যোগে হোক না কেন তা ধরা পড়বে কামেরায়। আর সেই নিয়ে

পশ্চিমবঙ্গের গৌরবোজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উদযাপন

ইউনেস্কোর ইন্টাজিব্রল হেরিটেজ তালিকায় স্থান পেয়েছে কলকাতার দুর্গা পূজা

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে ভাষাগত ঐতিহ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা

বিকশিত বাংলা,
বিকশিত ভারত
প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রকল্প

হরমুজ সঙ্কটে ভারতের পাশে দাঁড়াল রাশিয়া তেল সরবরাহে সহায়তার আশ্বাস মস্কোর!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ মার্চঃ পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার জেরে বিশ্ব জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে তেল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে ভারতকে সহায়তা করতে প্রস্তুত, এমনটাই বার্তা দিল রাশিয়া। রয়টার্স জানিয়েছে, এক কূশ সূত্র বলছে, বৈশ্বিক তেল প্রবাহে সমস্যা তৈরি হলে মস্কো নয়াদিল্লির পাশে দাঁড়াবে। এই প্রস্তাব এমন সময়ে ভারতের কাছে এল, যখন হরমুজ প্রণালিকে কেন্দ্র করে উদ্বেগ চরমে। বিশ্ব তেল ও গ্যাস বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য অংশ এই প্রণালির মাধ্যমেই পরিবাহিত হয়। মার্কিন ও ইজরায়েলি হামলার পর ইরানের পাল্টা সতর্কবার্তা এবং আঞ্চলিক উত্তেজনার জেরে সেখানে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হয়েছে বলে জানা গেছে। উপসাগরীয় এই সংকীর্ণ জলপথ, হরমুজ প্রণালি, বিশ্ব জ্বালানি বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান চোকপয়েন্ট। ভারতের মোট অপরিিশোধিত তেল এবং এলপিজি আমদানির প্রায় অর্ধেকই এই রুট দিয়ে আসে। সর্বভারতীয় এক সংবাদ

সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরানে মার্কিন-ইজরায়েলি হামলার পর থেকে জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন দেখা দিয়েছে। তেহরানের তরফে বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি বীমা সংস্থাগুলির কভার প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তও ট্যাঙ্কার চলাচলে প্রভাব ফেলছে। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, আপাতত স্বল্পমেয়াদি ধাক্কা সামাল দেওয়ার মতো পর্যাণ্ড অপরিিশোধিত তেল ও জ্বালানি মজুত রয়েছে

দেশের কাছে। সরকারি সূত্রের দাবি, দেশে বর্তমানে এমন মজুত রয়েছে, যা দিয়ে অন্তত ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের চাহিদা মেটানো সম্ভব। অন্য এক হিসেব অনুযায়ী, মোট ৫০ দিনের জ্বালানি সঞ্চয় রয়েছে, যার মধ্যে

তা মানছেন কেন্দ্রীয় কর্তারা। আরব দুনিয়ায় উত্তেজনা বাড়তে থাকায় বিকল্প দেশ থেকে অপরিিশোধিত তেল, এলপিজি এবং এলএনজি আমদানির সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার সহায়তার প্রস্তাব কৌশলগত দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। গত কয়েক বছরে রাশিয়া ভারতের অন্যতম প্রধান তেল সরবরাহকারী হিসেবে উঠে এসেছে। ফলে উপসাগরীয় রুটে দীর্ঘমেয়াদি বিঘ্ন ঘটলে মস্কোর ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। পশ্চিম এশিয়ার উত্তপ্ত পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামে অস্থিরতা তৈরি করেছে। হরমুজ প্রণালিতে দীর্ঘস্থায়ী বিঘ্ন ঘটলে তার প্রভাব শুধু ভারতের উপর নয়, বৈশ্বিক অর্থনীতিতেও পড়বে। এই মুহূর্তে দিল্লির কৌশল স্পষ্ট - একদিকে পর্যাপ্ত মজুতের উপর ভরসা, অন্যদিকে বিকল্প সরবরাহ লাইনের খোঁজ, আর প্রয়োজনে রাশিয়ার সহায়তা। পরিস্থিতির উপর নজর রেখে কেন্দ্রীয় সরকার পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে বলেই সূত্রের খবর।

রাজ্যসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ বিজেপির

বাংলা থেকে মনোনীত রাহুল সিনহা

নিজস্ব প্রতিবেদন



২০২৬ সালের রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন রাজ্যের প্রার্থীদের নামের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করল ভারতীয় জনতা পার্টি। মঙ্গলবার দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এই তালিকায় বিহার, অসম, গুডিশা এবং পশ্চিমবঙ্গের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলির প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। তালিকায় সবচেয়ে বড় চমক পশ্চিমবঙ্গ থেকে বরীয়ান নেতা রাহুল সিনহার নাম ঘোষণা। বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির অনুমোদন অনুযায়ী রাজ্য ভিত্তিক প্রার্থীরা হলেনঃ পশ্চিমবঙ্গ-এ রাজ্য থেকে বিজেপির একমাত্র প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয়েছে দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি শ্রী রাহুল সিনহার। বিহার-বিহার থেকে দুই প্রার্থীকে বেছে নিয়েছে বিজেপি। তাঁরা হলেন শ্রী নীতিন নবীন এবং শ্রী শিবেন কুমার। অসম-অসম থেকে লড়াই করছেন শ্রী তেরাশ গোয়াল। গুডিশা-এই রাজ্য থেকে টিকিট পেয়েছেন গুডিশা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি শ্রী মনমোহন সামল এবং শ্রী সৃজিত কুমার। ছত্তিশগড়-ছত্তিশগড় থেকে দলের সংগঠনিক কাজে যুক্ত এবং তার এই মনোনয়ন কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। রাজ্যসভার মোট পাঁচটি আসন খালি হয়েছিল যেখানে নির্বাচন হওয়ার কথা। ইতিমধ্যেই তৃণমূল তাদের চারজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। বিধানসভায় বিজেপির যে শক্তি তাতে তারা একজনকেই জেতাতে পারবে। তৃণমূলের তরফে প্রকাশিত তালিকায় চমক হিসেবে উঠে এসেছে একাধিক রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম। রাজ্যসভায় তৃণমূলের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল মুখার্জি, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন ডিজিটাল রাজীব কুমার, বিশিষ্ট আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী এবং টলিউড অভিনেত্রী কেয়েল মল্লিক-কে। তৃণমূলের এই নতুন তালিকায় রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে আইন এবং বিনোদন জগতের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। বাবুল সুপ্রিয় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর থেকেই দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ হয়ে উঠেছেন। অন্যদিকে, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে প্রাক্তন পুলিশ প্রধান রাজীব কুমারকে রাজ্যসভায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। আইনি লড়াইয়ে দলের অবস্থান পোক্ত করতে সুপ্রিম কোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামীর নামও তালিকায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিশেষ রোল পর্বেক্ষক সূত্রত গুপ্ত জানিয়েছেন, ব্যাডগ্রাম-ওড়িশা থেকে একশো জন করে মোট দুশো জন জুডিশিয়াল অফিসার আসছেন আগামী ৬ মার্চ। যে সব জায়গায় বিবেচনাধীন কেস বেশি পিস্থানে তত বেশি জুডিশিয়াল অফিসার থাকবেন। কমিশন সূত্র খবর, যে যে জায়গায় বুথ তৈরি করা হয়েছে সেখানকার প্রকৃতি এখনও পর্যন্ত সন্তোষজনক নয়। বুথগুলিতে কোথাও নেই জল তো কোথাও বিদ্যুৎ। ফলত, সবটা খতিয়ে দেখতে হবে। এবং তার রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

শঙ্করকে রং মাখালেন গৌতম, বাচ্চাদের পিচকিরি দিয়ে রং দিলেন কল্যাণ, গান গাইলেন শোভন



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ মার্চঃ একজন আদ্যপান্ত তৃণমূল, অন্যজন কট্টর বিজেপি। একজন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব অপারজন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। সারা বছরই রাজনীতির দড়ি টানটানি ও কচকচানি চলতেই থাকে। কিন্তু মঙ্গলবারটা আলাদা। সব বিভেদ ভুলে গেলেন দু'জন। একে অপরকে রাঙিয়ে দিলেন আবিরে। এ দিন শিলিগুড়িতে চলছিল আবিব খেলা। সেখানেই ছেলেবেলা থেকে নিয়ে এসেছিলেন শঙ্কর ঘোষ। গৌতমের পায়ে আবিব দেন শঙ্কর। অপরদিকে, গৌতমও আবিব মাথিয়ে দেন শঙ্করের গালে। আজ ধুয়ে মুছে রাজনীতির বিভেদ। সব রং এক হয়ে গেল। শুধু শঙ্কর একা নন, মেয়র শঙ্করের ছোট্ট ছেলেকেও আবিরে রাঙিয়ে দেন। শঙ্কর বলেন, রাজনীতিবিদরা সমাজের অংশ। সমাজের চেহারাটাই রাজনীতিতে উঠুক ফুটো। তবে অনেক সময় আশাভঙ্গ হয়। অপরদিকে, পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় হেলিতে মজে উঠলেন গান গেয়ে। তিনি বলেন, “ছোটবেলায় কাদা খেলতাম। এখন ফুলের রং খেলি।” একই সঙ্গে গাইলেন হৃদমঝারে গান। আবার আসানসোলে রং খেলায় মেতে উঠলেন বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালা। নালেন্দা-গাইলেন আনন্দ করলেন। শেষে সংবাদ মাধ্যমকে বললেন, “দোলের চাইব বাংলায় শান্তি ফিরুক। চাকরি হবে, শিক্ষা হবে। তবে শান্তির পরিবেশ ফিরে আসুক।” অন্যদিকে, পিচকিরি হাতে দেখা গেল সাংসদ কল্যাণ বন্দোপাধ্যায়কে। পঞ্চালতি শিশুদের রঙে রাঙিয়ে দিলেন তিনি।

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন বহু ভারতীয়, জানাল কেন্দ্র

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ মার্চঃ মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের বলি হারিয়েছেন বহু ভারতীয়। একটি বিবৃতি জারি করে এনএনটিভি জানিয়েছে কেন্দ্র। একইসঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ রাখছেন। নিবিড়ভাবে বিষয়টা পর্যবেক্ষণও করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ওমান, কুয়েতের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বাহারিনের রাজস্ব সেক্রেটর কথ্য বলেছেন মোদি। বিদেশমন্ত্রক বিবৃতিতে জানিয়েছে, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে শান্ত থাকার ও সংঘম বজায় রাখতে হবে। ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার

দেওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। একইসঙ্গে ভারত সরকার স্বীকার করে নিয়েছে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে কিছু



ভারতীয় নিহত হয়েছেন। এছাড়া বহু ভারতীয় নিখোঁজও রয়েছেন বলে খবর। এর আগে ২৮ ফেব্রুয়ারি একটি বিবৃতি জারি করেছিল বিদেশমন্ত্রক। সেখানেও মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল

আগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার বিবৃতি জারি করল বিদেশমন্ত্রক। পূর্ব বিবৃতির উল্লেখ করে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারত আগেও নাগরিকদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার

দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। উত্তেজনা আরও বেড়েছে। সংঘাত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। এরপরই বহু ভারতীয় নাগরিকদের মৃত্যুর কথা স্বীকার করে নেয় সরকার। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত কয়েকদিনে এই ধরনের হামলার ফলে ইতিমধ্যেই কিছু ভারতীয়

নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন অথবা নিখোঁজ হয়েছেন স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থমকে গিয়েছে। ধ্বংসলীলা চলছে। মৃত্যু বেড়েছে। ভারতীয় নাগরিকের ক্ষতি হয় বা বাণিজ্য প্রভাব পড়ে কিংবা জ্বালানি সরবরাহকে প্রভাবিত করে এমন ঘটনাগুলিকে ভারত কখনওই উপেক্ষা করতে পারে না। প্রসঙ্গত সোমবার ওমান উপকূলে অয়েল ট্যাঙ্কারে ড্রেন হামলায় মৃত্যু হয়েছে এক ভারতীয় নাগরিকের। মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে এই প্রথম কোনও ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে ওমানে প্রতিকক্ষা মন্ত্রক। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছে ভারতীয় দূতাবাস। ভারতীয় দূতাবাসের তরফে এম্ব হাউন্ডলে জানানো হয়েছে, ওমানে এক ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যুতে শোকাহত। গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ মার্চঃ দোল পূর্ণিমার রঙিন আবহে এদিনই পালিত হচ্ছে গৌর পূর্ণিমা - শ্রী চৈতন্যদেবের আবির্ভাব দিবস। রঙের উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি

প্রধান। তাঁর কথায়, “মহাপ্রভুর ধর্ম মানে মানবতার ধর্ম”। এই উপলক্ষে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের কথাও তুলে ধরেন তিনি। চৈতন্যদেবের জন্মস্থান

কোনও আঁচ না পড়ে। বিধানসভা ভোটের আবহে সোমবার বড় দাবি করেছেন মমতা বন্দোপাধ্যায়। একদিকে যেমন সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছিলেন, তেমনই ভোটার

চূড়ান্ত তালিকায় ২ জায়গায় নাম ভোটারের, রিপোর্ট চাইলেন সিইও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ মার্চঃ এই বন্ধ আটুনি ফস্ফা গেরো। মৃত ভোটার, স্থানান্তরিত ভোট এবং একই ভোটারের ২ জায়গায় নাম বাদ দিতেই এসআইআর প্রক্রিয়া বলে জানিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। এনুমাreshন



চাওয়া হয়। অর্থাৎ ওই ভোটার যে দুই জায়গায় ফর্ম পূরণ করেছেন, সেই তথ্য আগে থেকেই ছিল সিইও দফতরে। তারপরও চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় দু'জায়গায় তাঁর নাম

কলকাতার একটি বিধানসভা কেন্দ্র শ্যামপুকুর। আর উত্তর ২৪ পরগনার একটি বিধানসভা কেন্দ্র অশোকনগর। কীভাবে এই ভুল থেকে গেল, তা জানতে চেয়ে দুই জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের কাছ থেকে রিপোর্ট চাইলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। গত ২৮

ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। ৬২ লক্ষের মতো নাম বাদ গিয়েছে। আবার ৬০ লক্ষের নাম ‘অমীমাংসিত’ তালিকায়। তাঁদের নথি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নানা ইস্যুতে এসআইআর নিয়ে কমিশনকে লাগাতার তোপ দেগে চলছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই আবহে একই ভোটারের ২ জায়গায় নাম থাকা নিয়ে নতুন করে চাপানুতোর বাড়ল।